দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... ৬ ...

6
875

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : সোমবার, ২১শে ভাদ্র, ১৩৯৪ : ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

প্রকৃত শিক্ষিতের সংখ্যা

দেশে প্রকৃত শিক্ষিতের হার কত—এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে পত্রিকান্তরের এক রিপোর্টে। প্রশ্নটি কঠিন, তবে তার চেয়েও বোধ হয় বেশি কঠিন এর উত্তর বের করা। কারণ অন্য কিছুই নয়, প্রকৃত শিক্ষিত তথা শিক্ষিত কথাটির সঠিক অর্থ ব্যঞ্জনা ও সংজ্ঞা। আমাদের দেশে সম্ভবত, প্রায় সব দেশেই শিক্ষিত ও স্বাক্ষর শব্দটি সাধারণভাবে একই অর্থে—লেখাপড়া জানা লোক বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে বিচার করলে শিক্ষিত ও সাক্ষর শব্দ দুইটির অর্থে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। সাক্ষর লোক মানে লিখতে পড়তে জানা লোক। আর শিক্ষিত লোক হল শিক্ষার মাধ্যমে পরিশীলিত, সংস্কারমুক্ত ও সকল প্রকার প্রগতিকে গ্রহণ করার উপযোগী মনের অধিকারী লোক। এরকম শিক্ষিতরাই প্রকৃত শিক্ষিত। এই শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কেবল আমাদের দেশেই নয়, অধিকাংশ দেশেই কম। যা হোক সব দেশেই শিক্ষিত বলতে সাক্ষর বা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকদেরই বুঝিয়ে থাকে। আমাদের দেশেও যারা কোনমতে নামসই করতে পারে তারাই শিক্ষিত বলে স্বীকৃত।

আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার আঠার থেকে পঁচিশ শতাংশের মধ্যে। আদমশুমারি ও বিভিন্ন জরিপ রিপোর্টের তথ্য এটা। এই হারের মধ্যে যেমন আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীরা, তেমনি আছে পাঠশালায় পড়ুয়া থেকে কোনরকম নামসই করতে পারার ক্ষমতাধারী বয়স্ক ব্যক্তিরাও। শতাংশের বিচারে শিক্ষিতের এই হার খুবই নগণ্য তবে লোকসংখ্যার দিক দিয়ে নগণ্য নয়। কারণ শিক্ষিত দূরে থাকুক, এত লোকই নেই বাংলাদেশের মত অধিকাংশ ছোট দেশে। এটা কিন্তু আমাদের জন্য আত্মসন্তুষ্টির ব্যাপার হতে পারে না কোনমতেই। বরং জাতির ভাগ্য পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিতের হার দ্রুত বাড়াতে হবে, তুলতে হবে আশি-নব্বই শতাংশের ঘরে। এ ব্যবস্থা যত দিন করা সম্ভব হবে না, ততদিন উন্নয়নের গতিও দ্রুততর করা কঠিন থাকবে। একই সঙ্গে জনসাধারণের জীবন মানেও অগ্রসরতা দূর হতরই রয়ে যাবে। শোষণ বঞ্চনার পথও থাকবে প্রশস্ত। শিক্ষিত তথা প্রকৃত শিক্ষিতদের চিহ্নিত করে তাদের হার বা সংখ্যা নির্ধারণ কঠিন সন্দেহ নেই। তবে বিভিন্ন গ্রেডের শিক্ষিতদের আলাদা আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করা অসম্ভব নয়। প্রত্যেক গ্রেডের শিক্ষিতের সংখ্যা ও হার পরবর্তী আদমশুমারী রিপোর্টে দেওয়া হবে এই প্রত্যাশা করছি। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্যই এটা দরকার।